জাতীয় ফল, ফুল, পশু, পাখি ইত্যাদি প্রতীক মাত্র। একটা প্রতীক নিজে অল্পই অর্থ বহন করে, কিন্তু প্রতীক নির্দেশ করে কিছু একটার প্রতি, ঐ কিছু একটা জিনিসটাই গুরুত্বপূর্ণ। কাঁঠাল, শাপলা, দোয়েল, বাঘ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতীক। আমি একটা ছবিতে শাপলা ফুল এঁকে বাংলাদেশ বোঝাতে পারি, অথবা একটা দোয়েল পাখি বা কাঁঠাল এঁকেও।

শাপলা ফুলে কোন ঐশ্বরিক অতিপ্রাকৃত কিছু নাই। কাঁঠালেও নাই। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে জাতীয় ফুল, ফল ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে — এই ধারনাটা ভুল।

কাঁঠাল এবং শাপলা প্রতীক হিসেবে মন্দও না। বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির সাথে মানানসই।উভয়ই আমাদের দেশে স্মরনাতীত কাল ধরে আছে। দেশের সর্বত্র বিলে-ঝিলে শাপলা ফুল ফোটে। কাঁঠালও সারা দেশেই হয়। শাপলা বা কাঁঠাল জাতীয় ফুল ও ফল না হয়ে যদি গোলাপ ও আপেল আমাদের জাতীয় ফুল ও ফল হলে ভাল হত? দুইটাই ভীষন দামী। তার উপর একটাও দেশি না। আমাদের বিদেশ প্রীতর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারত আপেল আর গোলাপ।

বাংলাদেশের সূচনালগ্নে যারা এই সিদ্ধান্ত গুলো নিয়েছিল তাদের মেরুদন্ড অনেক শক্ত ছিল। দেশের খাল বিল থেকে তুলে এনে শাপলাকে জাতীয় ফুল, দেশের বনে বাদাড়ে লাফিয়ে বেড়ানো দোয়েলকে জাতীয় পাখি ইত্যাদি প্রতীক নির্ধারন করেছে। বিচিত্র বিদেশি কোন সাংস্কৃতিক উপাদান ধার করে দেশের প্রতীক বানানোর মত মূর্খতা করেনি।

কাঁঠালকে কেন জাতীয় ফল বলা হয়?

এর উত্তর দিতে আমার সহপাঠীরা উঠেপড়ে লেগে যেত

আমাদের যুক্তি গুলো হতো

১ কাঁঠাল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়।

২ কাঁঠালের উচ্ছিষ্ট ফেলে দিতে হয় না

যথা কাঁঠালের চামড়া গরুর অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিঁচি রান্না করে খাওয়া যায়।

৩ কাঁঠালের পাতা গরু ছাগল খেয়ে থাকে

৪ কাঁঠাল গাছের কাঠ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বানাতে ব্যবহার করা হয়

অর্থাৎ কাঁঠালের কোন অংশ ফেলে দিতে হয় না

পরে জানতে পারি যে কাঁঠালের উৎপত্তি উপমহাদেশে এবং তা বাংলাদেশে।

তখন বুঝতে পারলাম আমি ও আমার সহপাঠীরা যে সব কারণ উচ্চ মাধ্যমিক এ উল্লেখ করেছিলাম তা ভুল।

কারণ হচ্ছে এর উৎপত্তি বাংলাদেশে, অত্যন্ত পুষ্টি কর এবং বাংলাদেশে এর ভালোজন্মে বা চাষ করা হয়।

ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নটি করার জন্য।জাতীয় ফল, ফুল, পশু, পাখি ইত্যাদি প্রতীক মাত্র। একটা প্রতীক নিজে অল্পই অর্থ বহন করে, কিন্তু প্রতীক নির্দেশ করে কিছু একটার প্রতি, ঐ কিছু একটা জিনিসটাই গুরুত্বপূর্ণ। কাঁঠাল, শাপলা, দোয়েল, বাঘ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতীক। আমি একটা ছবিতে শাপলা ফুল এঁকে বাংলাদেশ বোঝাতে পারি, অথবা একটা দোয়েল পাখি বা কাঁঠাল এঁকেও।

শাপলা ফুলে কোন ঐশ্বরিক অতিপ্রাকৃত কিছু নাই। কাঁঠালেও নাই। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে জাতীয় ফুল, ফল ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে — এই ধারনাটা ভুল।

কাঁঠাল এবং শাপলা প্রতীক হিসেবে মন্দও না। বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির সাথে মানানসই।উভয়ই আমাদের দেশে স্মরনাতীত কাল ধরে আছে। দেশের সর্বত্র বিলে-ঝিলে শাপলা ফুল ফোটে। কাঁঠালও সারা দেশেই হয়। শাপলা বা কাঁঠাল জাতীয় ফুল ও ফল না হয়ে যদি গোলাপ ও আপেল আমাদের জাতীয় ফুল ও ফল হলে ভাল হত? দুইটাই ভীষন দামী। তার উপর একটাও দেশি না। আমাদের বিদেশ প্রীতর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারত আপেল আর গোলাপ।

বাংলাদেশের সূচনালগ্নে যারা এই সিদ্ধান্ত গুলো নিয়েছিল তাদের মেরুদন্ড অনেক শক্ত ছিল। দেশের খাল বিল থেকে তুলে এনে শাপলাকে জাতীয় ফুল, দেশের বনে বাদাড়ে লাফিয়ে বেড়ানো দোয়েলকে জাতীয় পাখি ইত্যাদি প্রতীক নির্ধারন করেছে। বিচিত্র বিদেশি কোন সাংস্কৃতিক উপাদান ধার করে দেশের প্রতীক বানানোর মত মূর্খতা করেনি।